Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 78-88
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.78-88
Section: Interview

An Interview with Poet Prabal Kumar Basu

Sreetanwi Chakraborty
Assistant Professor
Amity Institute of English Studies and Research
Amity University Kolkata
West Bengal, India.
Mail Id: schakraborty3@kol.amity.edu

Abstract

This is an interview with poet Prabal Kumr Basu who is a modern poet, having eighteen poetry books to his credit. He has carved out a definite name in the field of modern Bengali poetry and also has a book of verse drama to his credit. He has received notable accolades and prizes as part of his writing experience, and in this interview, he talks about his childhood, the most important and influential poets whose poetic imprints have inspired him. Moreover, he talks about world poetry as a part of this interview and also carries a very detailed analysis of the present condition of translation studies in the world. The interviewer also asks him as a part of his world tours for official work and also for poetry sessions. He recollects all the moments of poetic enrichment that have helped him in becoming a creatively affluent individual, and a worshipper of poetry.

Keyword: Interview, Poetry, Translation, Bookfair, Little Magazine

Poet Prabal kumar Basu was born on 21st September, 1960, in Kolkata, the erstwhile Calcutta. His first poem was published in *Samayanug* Patrika. His first poetry reading session was in Baker Hall in Presidency College, Calcutta. It was one of the biggest poetry festivals organized by *Prabaha* in Calcutta then. His first poetry book was *Tumii Pratham*. He has edited a book *Signposts* Bengali Poetry since Independence. In 2003 he formed Calcutta International Foundation for Art, Literature and Culture which consisted of famous artists, theatre personalities, poets and other culturally-enriched individuals from all walks of life. In 2004, on the eve of 50th year celebration of Sahitya Akademi, Basu was invited to Bombay for All India Poetry Festival, where he participated in reading sessions. He co-edited a volume of *Krittibas* that was especially dedicated to write-ups by notable artists. In 2005, Basu received much fame and accolades, along with the West Bengal Bangla Akademy Puraskar, for his poetry book *Jamon kore gaichhe Akash*. In this same year he was invited to the Third International Poetry Festival in Wellington, New Zealand. Mail Id: prabalkumar@gmail.com

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 78-88
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.78-88
Section: Interview

বিশিষ্ট কবি প্রবাল কুমার বসুর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীতন্বী চক্রবর্তী।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ প্রথমেই অনেক অভিনন্দন জানাই, অন্তরালের গল্পকথা প্রকাশিত হওয়ার জন্যে। বইটি সম্বন্ধে আমাদের পাঠকদের কিছু বলুন।

প্রবাল কুমার বসুঃ আসলে আমি যে পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছি, যেভাবে সংস্কৃতি জগতটাকে দেখেছি, এবং দেখার বেশিও অনেকটা যা দেখিনি, সে সম্পর্কে শুনেছি, সেই কথাগুলোর সূত্র ধরে আমার মনে হয়েছিলো এগুলোকে কোথাও একটা একত্রিত করা দরকার। তা নাহলে এগুলো হারিয়ে যাবে। এবং আমাদের এই চলমান সংস্কৃতিতে, বরং বলা ভালো চলমান সংস্কৃতির বিবর্তনের পথে এই ঘটনাগুলোর এক উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে এই লেখাগুলো আমি অনেক দিন ধরেই লিখছিলাম, বিভিন্ন জায়গায় বেরোচ্ছিলো, কোথাও কোথাও বক্তৃতাও দিচ্ছিলাম, সেগুলো একত্রিত করা হলো, "*its more a documentation than anything else, which is likely to help future researchers*।"

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ আপনার কাব্যিক অনুপ্রেরণার বিষয়ে আমাদের কিছু বলুন। সাহিত্য জগতের নক্ষত্ররা, যেমন দেবকুমার বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আপনাকে কি কোনোভাবে প্রভাবিত অথবা অনুপ্রাণিত করেছিলেন?

প্রবাল কুমার বসুঃ *Poetic inspiration comes from within, it has nothing to deal with anyone else। But, the very fact that I started writing poetry was due to an incident,* (আমার তো বাংলায় বলার কথা) আমাদের এক পারিবারিক বন্ধু ছিল। আমার বাবার বন্ধু। উনি ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু কোনোদিন ডাক্তারি করেননি। উনি মোমবাতির ব্যবসা করতেন, এবং সেই সময় কলকাতায় আকছার লোডশেডিং হওয়ার কারণে তিনি মোমবাতির ব্যবসা করে অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন। বিদেশীদের মতো চেহারা ছিলো ওনার। নিরামিষাশী এবং খুব sophisticated ভদ্রলোক ছিলেন। প্রত্যেকদিন উনি দু-কিলো মাংস কিনতেন এবং বিভিন্ন রকমের পদ রান্না করতেন। তার মধ্যে থাকতো বাঁধাকপির মাংস, ফুলকপি দিয়ে মাংস, দুধ দিয়ে মাংস, আসলে তিনি নানারকম *experiment* করতে ভালোবাসতেন। ওনার একজন রান্নার ঠাকুর ছিলো। উনি তাকে রোজ নির্দেশ দিতেন কোন রান্নায় কী মশলা এবং কী উপাদান

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 78-88
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.78-88
Section: Interview

কতটা পরিমান দিতে হবে। ওনার বাড়িতে অতিথি এলে উনি সব রকম মাংসের পদ ছোট ছোট বাটিতে পরিবেশন করতেন।

আমাকে খুব ভালোবাসতেন ভদ্রলোক। এই ভদ্রলোক যখন মৃত্যু পথযাত্রী, কলকাতায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি, তখন আমাকে দেখতে চাইলেন। আমি সেইসময় ক্লাস ইলেভেনে পড়ি, দেখলাম উনি মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছেন। আমাকে দেখে উনি বললেন "তুই এখন লিখছিস?" আমি বললাম "না"। বললেন ‘‘আমি একসময় লিখতাম’’। এই বলে তেল চিটচিটে বালিশের তলা থেকে একটা লেখা বার করলেন, বললেন "দেখ, রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার লেখা ছাপা হয়েছে"।

তার কয়েকদিন পরেই উনি মারা গেলেন। তাঁর সেই পরিতৃপ্তিটা আমাকে সেদিন ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তারপর মনে হয় আমারও তো জীবনে একটা achievement হতে পারে যদি কোনোদিন এরকম কারো সঙ্গে একটা লেখা ছাপাতে পারি। আমাদের সময় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরের সমতুল্য। বাবাকে বললাম কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাথে আমার একটা লেখা ছাপাতে হবে। তখনো কোনো কবিতা লিখিনি ছাপাবার উদ্দেশ্যে। যাই লিখি বাবার কিছুতেই পছন্দ হয় না। অবশেষে আমার একটা লেখা বাবার পছন্দ হলো, বললেন "এটা ছাপানো যেতে পারে"। ছাপা হলো, তখন বক্ষ দুরুদুরু। পত্রিকা খুলে দেখি আমার লেখা ছাপা, কিন্তু আমি তখন শক্তির লেখা খুঁজছি। কিন্তু শক্তির লেখা নেই, চরম হতাশা। এরকম তো কথা ছিলো না!

তখন বাবা বললেন তুই আর একটা কবিতা লেখ। সেটা যখন বেরোলো তখন 'প্রবাহ' পত্রিকা সারাদিন ধরে প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার হলে সারা বাংলা কবি সম্মেলন করতো। তখন এখনকার মতো এতো কবি সম্মেলন হতো না। বড় বড় কবিদের সমাহার, সেখানে আমার কবিতা পড়ার কথা ছিলো না। তখন কে যেন ডাকলেন, বললেন "এই ওকে ডাকো তো, ও তো সর্বকনিষ্ঠ কবি যার লেখা ছাপা হয়েছে"। পরে যখন কবিতা পড়ে বেরোচ্ছি, তখন কে একজন আমার গাল টিপে দিচ্ছে, তাকিয়ে দেখি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।ওনাকে আমি সুভাষ জ্যাঠা বলতাম। পরে আরো একজন এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন, দেখি কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত। তখন মনে হলো ব্যাপারটা মন্দ নয়। যদি আট দশ লাইন কবিতা লিখে এতো মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়, তাহলে কবিতাই লিখি। *So that was the inspiration*। মানুষের ভালোবাসা পাওয়া, যা পেয়ে চলেছি এখনো।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ এটা কি সত্যি যে আপনি ছোটবেলা থেকে অনেক সুযোগ পেয়েছেন, যা পরে আপনাকে নিজেকে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে?কোন স্মরণীয় অভিজ্ঞতা যা আপনি পাঠকদের জানাতে চান?

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 78-88
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.78-88
Section: Interview

প্রবাল কুমার বসুঃ *I had a very enriched childhood / I differentiate between being part of a chequered and an enriched childhood*. কলেজে পড়ার সময়টাকে তো চাইল্ডহুড বলা যাবে না। স্কুলে পড়ার সময় আমি একদিন প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে গিয়ে তার নাতনির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। এবং সেও আমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো। Enriched এই অর্থে বললাম যে, জীবনে আমি খুব বড় বড় মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি।যেমন নাট্যকার মন্মথ রায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আরো অনেকে। সেই অর্থে বলা যেতে পারে আমার মনন এবং মানসিকতা কে তারা অনেকাংশেই অনুপ্রেরণা যোগাতে সাহায্য করেছেন। আমার বয়েসি এখন অনেকেই যাঁরা বেঁচে আছেন, *I feel privileged* যে ওরা কেউই এদের সাহচর্য পাননি। মানে সমরেশ বসু *onward* হয়তো পেয়েছেন তবে তাঁদের আগের প্রজন্ম, অর্থাৎ, সুনীতি বাবু, সুকুমার সেন যাঁদের সাহচর্য আমি খুব ছোটবেলা থেকে পেয়েছি তাঁদের অনেকেই পায়নি।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ ১৯৮৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আপনার প্রথম বই 'তুমিই প্রথম' প্রকাশিত হয়। সেই মুহূর্তটি কেমন ছিলো?

প্রবাল কুমার বসুঃ এটা তো খুব উত্তেজনার একটা ব্যাপার। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকেরই নিজের প্রথম বই নিয়ে একটা উত্তেজনা থাকে। আমার প্রথম বই নিয়ে একটাই ভাবনার বিষয় ছিলো- ততদিনে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আমি আমার গুরু বলে মেনেছি। আমার একান্ত ইচ্ছে ছিলো শক্তির প্রথম বইয়ের প্রচ্ছদ যে শিল্পী করেছিলেন, প্রথম বই যে প্রকাশনা দপ্তর থেকে হয়েছিল আমার প্রথম বইয়ের প্রচ্ছদও সেই শিল্পী ও বই প্রকাশকই করবে। যদিও ততদিনে সেই প্রকাশনা দপ্তর উঠে গিয়েছে। কিন্তু সেই প্রকাশকের হাত দিয়েই আমার প্রথম বই বেরিয়েছিল এবং শক্তির প্রথম প্রকাশনার প্রচ্ছদ যে করেছিল সেইই আমার বইয়ের প্রচ্ছদ করেছিল।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ আপনাকে এককথায় বিশ্ব-পর্যটক হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। কর্ম সূত্রেই হোক অথবা কবি পরিচয়ে, আপনি নিত্যনতুন কাব্যিক ভাষার অনুসন্ধান দিতে থাকেন নিরন্তর। এই বিশ্ব-ভ্রমন আপনার কবিতাকে কিভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে?

প্রবাল কুমার বসুঃ অবশ্যই, এইযে বিভিন্ন মানুষদের দেখা, তাদের সাথে আলোচনা করা, এবং আমি বেশিরভাগ সময়েই যখন যে দেশে যাই, চেষ্টা করি সেই দেশের কোনো কবির সঙ্গে, আমার পরিচয় সরাসরি থাকুক অথবা বিশ্বময় অনেক কবিবন্ধু রয়েছে যাঁদের মারফত যোগাযোগ করে আমি চেষ্টা করি কিছুটা সময় বের করে তাদের সঙ্গে কাটাতে। আমি ইরানে গিয়েও এইভাবে কবিসঙ্গ করেছি। জাপান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া তে আমার অনেক কবি বন্ধু রয়েছে যাঁদের সঙ্গে সরাসরি আমার এখনো কাব্যিক আদানপ্রদান হয়ে থাকে। আমাকে মূলত বিভিন্ন দেশ ঘুরতে হয় আমার কর্মসূত্রে। কিন্তু আমি তার মধ্যেও সময় বের করে

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 78-88
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.78-88
Section: Interview

সেইসব দেশের কবিবন্ধুদের সাথে আলাপ আলোচনা করি যা পরবর্তীকালে আমাকে অনেক লেখার ক্ষেত্রেই প্রভাবিত করে।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ কিছু সময়ে মনে হয় 'এই যে আমি চলেছি' এক গভীর নিঃসঙ্গতার প্রতীক, একটি বিচিত্রদৃকের মাধ্যমে তুলে ধরে শব্দ, ধ্বনি, বাক্য এবং চেতনা, যা আমাদের নিয়ে যায় এক অনস্তিত্বের অভিমুখে। এই শূন্যতার কারন কি?

প্রবাল কুমার বসুঃ *Travelling to nothingness / We all travel to nothingness / We think that we are travelling to somewhere, to some destination, but that destination is actually nothingness*। যে কারণে আমার একটি বই রয়েছে 'আপনাকেই ঠিক করতে হবে গন্তব্য'। So, এই travelling টা পুরোটাই তো *journey*। ট্রাভেলিং *is part of the journey / That's all, nothing more, and it depends on how one takes ingredients from that journey, for his or her own enrichment / So I think I could take a lot.*

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ আপনি কবিতার ক্ষেত্রে সুবন্দিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং গৌরী ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার পাওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন ছিলো?

প্রবাল কুমার বসুঃ গৌরী ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কারটা ছিলো আমার প্রথম বই এর জন্য। সেইসময় এই পুরস্কার এর জন্যে আরো কয়েকজন প্রতিযোগী ছিলেন যাঁরা এখন বেশ স্বনামধন্য। যাইহোক পুরস্কার টা আমিই পেয়েছিলাম। একজন কবির প্রথম বই পুরস্কার পাওয়া এবং এই পুরস্কার এর সেই সময় একটি অর্থমূল্য ছিলো। 1984 সালে এই পুরস্কার এর অর্থমূল্য ছিলো পাঁচ হাজার টাকা। একটি বড় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাত দিয়ে এই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছিল। প্রথম গৌরী ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কারটা আমিই পাই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয় বছর এই পুরস্কারটি পান। তাই আমি বরাবর সুনীলদাকে বলে এসেছি 'আমি এই একটা বিষয়ে কিন্তু আপনার থেকে সিনিয়র। আমার পরে আপনি এই পুরস্কারটি পেয়েছেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি পুরস্কারটি পেয়েছি অনেক বছর আগে। যে কোনো পুরস্কারই একটা স্বীকৃতি যা যে কোনো কবিকেই উদ্বুদ্ধ করে এবং তার বহুমূল্যবান প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ আপনার কি মনে হয় যে সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন, *little magazine* উৎসব এবং বইমেলার দ্বারা নতুক পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পৌঁছনো যায়? আপনি কি ভাবে এইসব সাহিত্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপানার পাঠকদের চাহিদা পুরন করেন?

প্রবাল কুমার বসুঃ দুটো আলাদা *paradigm- international poetry festival* এবং লিটল *magazine* উৎসব। আমি দীর্ঘদিন হোলো *little magazine* উৎসবে কবিতা পড়া ছেড়ে দিয়েছি। তার কারণ আমার মনে

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 78-88
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.78-88
Section: Interview

হয় এখানে কবিতার যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়না বা সম্মান দিয়ে কবিতা শোনার কেউ থাকেনা। এটা একটা হুজুগে প্রক্রিয়া মাত্র। মাথা গুলিয়ে দেওয়ার মতো একটা জিনিস। এই কারণে দশ বারো বছর, হয়তো তার বেশীও হতে পারে আমি এই ধরণের অনুষ্ঠানে কবিতা পড়া বন্ধ করে দিয়েছি। আন্তর্জাতিক কবিতা সম্মেলনগুলোর আলাদা মাত্রা আছে যেগুলো শুধুমাত্র কবিতার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। আমার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে কয়েকবার। নিউজিল্যাণ্ডে ওরা একবার একটি পানশালাতে কবিতা পাঠের আয়োজন করেছিল। তার বাইরে সাতদিন আগে থেকে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ঐদিন কবিতা পাঠ হবে এবং পানশালায় সেইদিন সবাইকে দশ ডলার এক্সট্রা দিতে হবে কবিতা শোনার জন্য। এই নয় যে আমি কবিতা ভালোবাসিনা, মদ খেতে ভালোবাসি, এবং যে যার মতো কবিতা পড়ছে পড়ুক তাও নয়। আমি দেখেছি ওয়েলিংটন-এর পানশালা ভরে গিয়েছিলো এবং দর্শকরাও দীর্ঘ আলাপচারিতা করেছিল কবিদের সঙ্গে। এটা একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এছাড়াও এরা গ্রন্থাগার এ কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান করেছিল, এবং সেদিন গ্রন্থাগার এ অভাবনীয় ভিড় হয়েছিল।আগে থেকেই বোর্ড টাঙিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলো।

এছাড়া আর একটা ঘটনা বলি। আমি যখন নিউজিল্যাণ্ডে কবিতা পড়ছিলাম (নিউজিল্যাণ্ডে সেই অনুষ্ঠানে আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ।) দুটি মেয়ে কবিতা পড়ার শেষে আমার সাথে এসে আলাপ করলো। তারা বললো প্রতিমাসে শুক্রবার সারারাত ধরে তারা কবিতা পাঠের আয়োজন করে, একটা ঘরোয়া জায়গায়, আমি যদি সম্মত হই সেখানে যেতে তাহলে ওরা আমাকে যোগ্য সম্মান ও পারিশ্রমিক দেবে। আমাকে যাঁরা নিয়ে গিয়েছিলো, সেই উদ্যোক্তাদের অনুমতির প্রয়োজন ছিলো আমার যাওয়ার জন্যে। ওখানকারই

উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন কবি, তার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল কয়েকদিনের মধ্যেই, তাকে আমি কথাটা বললাম। সে বলল এটা সামান্য ব্যাপার, চলো। যাব কি করে? ওরা বলল আমরা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দিছি, ট্যাক্সি করে চলে আসুন।

আমি ভয় পেলাম, আমি চিনিনা, জানিনা, এরকম ভাবে ট্যাক্সি করে যেতে পারবো না। তখনো আমার বিদেশ যাওয়াটা অতটা রপ্ত হয়ে ওঠেনি আর কি। গিয়ে দেখলাম একটা একতলা বাড়িতে একদিকে একটা বার-কাউন্টার রয়েছে এবং আর একটা ঘরে কবিতা পাঠ চলছে। ঘরের মধ্যে একটা চৌপায়া, অথবা তক্তপোষ গোছের পাতা রয়েছে, তার উপরে একটা মাইক্রোফোন, সেখানে এক একজন কবি বসে, আধ ঘন্টা ধরে কবিতা পড়বে। কবিতা পড়ার পরে, দশ মিনিট করে ***interaction*** হবে, সেশন শেষ। ওই যে সময়টা হছে, ততক্ষণ লোকে ওই বার-কাউন্টার থেকে মদ কিনে এনে ওখানে বসে মদ্যপান করতে পারবে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলবে না। আমি দেখলাম, সবাই মনোযোগ দিয়ে কবিতাপাঠ শুনছে। একজনের পড়া শেষ হলে, বিরতি দশ মিনিট, ওই দশ মিনিটের সময় সবাই বেরিয়ে আসছে। ২০০৫ সালেই নিউজিল্যাণ্ডে বাড়ির ভিতরে ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। সবাই বাইরে এসে কথা বলছে, ধূমপান করছে, আবার ঘন্টা পরছে, আর দশ মিনিট পর অন্য জন পড়বে, আবার সবাই গিয়ে মদ নিয়ে বসে পড়লো চুপচাপ।

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 78-88
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.78-88
Section: Interview

এইটা আমার একটা দারুন প্রাপ্তি। এবং প্রায় সত্তর আশি জন তরুন ছেলে-মেয়ে, সবাই মোটামুটি কলেজ-ইউনিভার্সিটি তে পড়ে, এটা আমার এক অসাধারণ কবিতাপাঠের আসর মনে হয়েছিলো।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ আপনি বহুদিন ধরে কাব্যনাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন এবং লেখালিখি করছেন। আপনি কি কোনভাবে 'মনোবাঞ্ছা এক বিন্দু জল' এর দেবাংশুর মধ্যে নিজের আদল খুঁজে পান?

প্রবাল কুমার বসুঃ এটা হচ্ছে, ***all wishful wishes***। একটা ***particular form***-এ নিজেকে প্রকাশ করতে করতে, যখন একজন ক্লান্ত হয়ে পরে, তখন একজনের মনে হয়, আরো একটা ফর্মে কিছু প্রকাশ করতে পারলে ভালো হতো। তখনই আরেকটা ***genre*** খুঁজতে যাওয়া। এই খুঁজতে গিয়েই আমি গল্প লিখেছি কখনো, কিন্তু কাব্যনাটকটায় মনে হয়েছে, যেন আমি যেটা বলতে চাইছি, যেটা আমি কবিতায় বলতে পারছি না, সেটা কাব্যনাটকে আমি অনেক ভালোভাবে বলতে পারছি।

And I as a character, I always prefer to travel the path less travelled। কাব্যনাটক বাংলায় খুব বেশী চর্চা হয়নি। আমি সেটাকেই অন্য আঙ্গিকে প্রকাশ করতে চেয়েছি। শুধু নিজে লিখেছি তাই নয়, আমি আমার পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের দিয়েও লিখিয়েছি। যেমন পরবর্তীকালে মন্দাক্রান্তা সেন বেশ কয়েকটি কাব্যনাটক লিখেছেন। তাকে দিয়ে আমিই লিখিয়েছিলাম, মানে একদম জোর করে ধরে লিখিয়েছিলাম বলা যেতে পারে। সম্প্রতি আমি আবার বেশকিছু তরুনদের দিয়ে লিখিয়েছি। কাব্যনাট্য প্রযোজনার কথা ভেবেছি, কাব্যনাটক নিয়ে সেমিনার করেছি, কাব্যনাটক নিয়ে সংখ্যা সম্পাদনা করেছি। ***So I got myself in various aspects of verse drama/poetic drama***।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ আপনার জীবনের গঠনমূলক পর্যায়ে উত্তরবঙ্গের অবদান অপরিসীম। আপনার বেশ কিছু কাজে উত্তরবঙ্গ শুধু একটি স্থান নয়, বরং একটি প্রতীয়মান চরিত্র হিসেবে ধরা দেয়।

প্রবাল কুমার বসুঃ উত্তরবঙ্গে আমার যখন পড়ার সুযোগ এলো, আমাকে অনেকেই বলেছিল উত্তরবঙ্গে যেওনা, ওখানে পড়াশুনা হয়না। ওখানে গেলে ছেলেরা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমি জোর করে গিয়েছিলাম। এবং তারপর সেখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে, এবং এখনো যখন পিছন ফিরে দেখি, ওই সময়টা আমার কাছে একটা স্বপ্নের মতো। তারপরেও প্রায় প্রতি বছরই একসময় যেতাম, এখনো, প্রতি বছর নাহলেও এক-দু বছর অন্তর যাই। উত্তরবঙ্গ আমাকে প্রকৃতির কাছাকাছি এনে দিয়েছিলো। আমার জীবনে প্রকৃতিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি খুলে দিয়েছিলো উত্তরবঙ্গ। আমি যেভাবে উত্তরবঙ্গ ঘুরেছি, আমার সঙ্গে অনেকবার থেকেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ধরে ধরে আমাকে গাছ চিনিয়েছেন, জঙ্গল চিনিয়েছেন, এটা থেকে বলতে পারি, উত্তরবঙ্গ আমার জীবনে পরম প্রাপ্তি। দু-একটা প্রেমও যে উত্তরবঙ্গে হয়নি তা নয়, সেটাও প্রাপ্তি।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ অনুবাদ এবং বহুভাষিক উপাদান আমাদের সাহিত্যকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে? অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কি?

প্রবাল কুমার বসুঃ অনুবাদ সম্বন্ধে যেটা বলা হয়, এবং যেটা আমিও বিশ্বাস করি, বিশেষত কবিতা অনুবাদের ব্যাপারে, যে এক ঝাঁকা আম, তুমি বম্বে থেকে

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 78-88
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.78-88
Section: Interview

কলকাতা পাঠালে, ঝাঁকাটা এসে পৌঁছল, আমগুলো এলো না। অনুবাদকেরা, যারা অনুবাদ করেন, তারা অনেক সময় *translation* কে *transcreation* ও বলতে চেয়েছেন। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে *translation* এর কাজ খুব একটা হয় না। আমাদের *history of civilization* হচ্ছে *history of translation*। আমরা যখন আস্তে আস্তে সভ্য হতে শুরু করলাম, তখন আমরা ছবি আঁকতাম, ছবি এঁকে *communicate* করতাম। মানে আমি বাঘ বলতে চাইলাম, বাঘ আঁকলাম, বাঘ বোঝা গেলো, এটাও তো একধরনের *translation*। সাহিত্যের *translation* জরুরী। নাহলে বিদেশী সাহিত্য কি লেখা আমরা পড়তে পারতাম না। স্প্যানিশ সাহিত্য পড়তে পারতাম না, লোরকা পড়তে পারতাম না। ব্রিটিশরা আমাদের এখানে থাকার দরুন, আমরা ইংরেজিটা একটু আধটু জানি। কিন্তু স্প্যানিশ সাহিত্য যে খুব সমৃদ্ধ তা আমরা কজন জানি? আমরা Marquez পড়তে পারতাম না, অনুবাদ নাহলে। ফলে অনুবাদ করাটা ভীষণ জরুরী। কিন্তু বিদেশে যেভাবে অনুবাদ হয়, অর্থাৎ অনুবাদকের একটা ফুলটাইম জব, এবং সে যে লেখকের অনুবাদ করছে, তার সঙ্গে আলোচনা করে, সময় কাটায়, কাটিয়ে সে একটা অনুবাদের কাজ তৈরি করে। আমাদের দেশে সেটা হয় না। আমি কি লিখলাম, সেটা যখন একজন অনুবাদ করতে যাচ্ছে, তখন সে তার মতো অনুবাদ করে। ফলে আমাদের সাহিত্য কখনই কোন বিদেশী মাপকাঠিতে পৌঁছয়ই না। ফলে আমাদের সাহিত্য কখনই বিশ্বের কোন বড় পুরষ্কার পাবার জায়গায়, পৌঁছয়ই না, এবং পৌঁছবেও না আপাতত। আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সেই অবকাশটা দেয় না। ফলে আমাদের লেখা যে অনুবাদ হচ্ছেনা, তা নয়, অনুবাদ হচ্ছে, হয়ও, কিন্তু সেই লেখা এমন কোন পর্যায়ে পৌঁছয় না, যে সেটা বিশ্বের লেখার সাথে তুলনীয় হতে পারে। আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আনি সব বিষয়েই। রবীন্দ্রনাথের ওই অনুবাদ যদি না W.B. Yeats দেখে না দিতেন, এবং এডিট না করে দিতেন, ওটা পাঠযোগ্য হতো না। রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য ছিল যে উনি W.B. Yeats এবং Ezra Pound এর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। এখন সেরকম কোন লেখক ভারতবর্ষে তো নেই, বাংলাতেও নেই, যে এই বিদেশী সাহচর্য পেতে পারে। ফলে খুব বড় কোনো জায়গায় অনুবাদ পৌঁছনোর কোনো অবকাশ নেই। সাহিত্যরসে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো এই মুহূর্তেই বিশেষ কিছু সম্ভাবনা নেই বলেই আমার মনে হয়, যদিও অনুবাদকেরা ভিন্নমত নিশ্চয়ই পোষণ করবেন।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ আপনার কিছু কিছু কবিতায় এবং কাব্যনাটকে আগুন, মৃত্যু, পৃথিবী এবং জল বিশেষ বিশেষ কিছু অনুষঙ্গ হিসেবে প্রকাশ পায়। এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলো কি কোনভাবে অস্তিত্বের সঙ্কট নিয়ে ভাবতে শেখায়?

প্রবাল কুমার বসুঃ আমার মনে হয় না যে আমি খুব ***pessimistic*** ভাবনা নিয়ে লিখি। আমার লেখা সার্বিকভাবে ***pessimistic*** নয় কখনো। আর যে প্রকৃতির অনুষঙ্গ গুলোর কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার প্রাপ্তি। সেটাই নানাভাবে ঘুরেফিরে আমার কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। আর একজন কবির তো *exactly a journey to reach to oneself that is ultimately poetry / One never reaches, but the journey continues*। এই পথ চলার সময় নানারকম অনুষঙ্গ আসে চারপাশ থেকে। আমার লেখায় সার্বিকভাবে দুটো বিষয়ের অনুষঙ্গ আছে। একটা প্রকৃতি, উত্তরবঙ্গে যার বিস্তার, আর

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 78-88
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.78-88
Section: Interview

একটা হচ্ছে সম্পর্ক। এই সম্পর্কটাও আসলে নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক। হয়তো কাউকে কেন্দ্র করে, হয়তো বিভিন্নজনকে কেন্দ্র করে, কিন্তু সর্বশেষে নিজের সঙ্গে নিজেরই সম্পর্ক।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ যাপনচিত্রর সূচনা এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

প্রবাল কুমার বসুঃ যাপনচিত্র একটা পত্রিকা। মনে হয়েছিলো, যে তরুনদের জন্যে আক্ষরিক অর্থে, যে সময় শুরু করি সেই সময় সামগ্রিকভাবে তরুণদের লেখালিখি, তরুণদের ভাবনাকে প্রকাশ করার কাগজ কৃত্তিবাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ক্রিয়েটিভ পত্রিকা যাকে বলি, সেরকম কিছুই ছিল না সেই সময়। সেই ভাবনা থেকেই যাপনচিত্র শুরু করা হয়।যাপনচিত্র মূলত কবিতার কাগজ হলেও, শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য সমস্ত বিষয়েও কাজ করেছে। যাপনচিত্রর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রোড়পত্র। সমাজভাবনা, নাটক, শিল্পীদের আঁকা ছবি, যাত্রা, থিয়েটার, ফিল্ম, দীর্ঘ কবিতা- সমস্ত রকম বিষয় নিয়েই কাজ করেছে যাপনচিত্র। এবং এতদিনে মানুষের মনে, নিজস্ব একটি স্থান নিজগুনে তৈরি করতে পেরেছে বলে মনে হয়।

শ্রীতন্বী চক্রবর্তীঃ নতুন প্রজন্মের কবিদের প্রতি কোন পরামর্শ দেবেন?

প্রবাল কুমার বসুঃ নতুন কবিরা নিজগুনে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শুধু একটি উপদেশ – তারা ছন্দটা একটু ঠিকঠাক শিখুক। শুধু পুরষ্কার আর লেখা ছাপানোর পিছনে না দৌড়ে, নিজেদের লেখাটা যাতে ঠিকমত লিখতে পারে সেই চেষ্টা করুক।

কবিতা

প্রেম পুনরায়

প্রবাল কুমার বসু

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 78-88
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.78-88
Section: Interview

সন্দেহের উর্দ্ধে আমি নই
যদিও অনুষ্চারিত
ভেবেছ বাতিল করে দেবে
ভেবেছ সেটাই সঙ্গত?
তাই এড়িয়ে গিয়েছ অকারণে
এড়িয়ে গিয়েছ বারবার
উপেক্ষা করেছ গিয়ে যত
বেড়ে গেছে আত্মবিশ্বাস
শেষমেশ করেছ উপাসনা
জমিয়ে রেখে সায়াহ্নের আলো
এসব কথা তোমার কাছেই শোনা
শুধু বলতে গিয়েই অযথা আটকালো

লেখার কথা
প্রবাল কুমার বসু

অল্পই লিখেছি
যখনই লিখেছি সেই লেখা
বজ্রপাতে পুড়ে গেছে
ছাই আর ধুলোমাখা খাতা
সেই ছাই ধুলো ঘেঁটে ঘেঁটে
কি লিখেছি যখনই কেউ দেখতে চেয়েছে
দেখেছে অক্ষর শুধু
তাও তার মাথাগুলো কাটা
অল্পই লিখেছি
লিখতে লিখতে শুধু
ভেঙেছি স্তব্ধতা

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.

Suggested list of reading:

Basu, P. K. *Ontoraler Golpo Kotha*. KOLKATA, None: Atmajaa, 2019. Print.

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019)
Page No: 78-88
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.78-88
Section: Interview

Basu, Prabālakumāra. *Signposts: Bengali Poetry Since Independence*. books catalog, 2002. Print.

Basu, Prabālakumāra. *Yapanchitra, a Profile of Life: An Issue on International Poetry*. N.p., 2006. Print.

"Prabal Kumar Basu - Times of India." *The Times of India*. N.p., n.d. Web. 17 Aug. 2018.

"Prabal Kumar Basu." *Wikitia*. N.p., n.d. Web. 2 May 2018. <https://wikitia.com/wiki/Prabal_Kumar_Basu>.

Basu, Prabal Kumar. *Ei Je Ami Cholechi (Bengali Edition)*. Ananda Publishers, 2015.

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of Litinfinite Journal.